দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

20

005

শিক্ষাপ্রসঙ্গ

নকল প্রতিরোধ ঃ পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। শিক্ষাই মানুষকে উচ্চ শিখরে নিয়ে যায় এবং বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম করে তোলে। কথাগুলো যেমন সত্য তেমনি অর্থবহ কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে এ ধরনের দিক-নির্দেশনা দিতে পারে কি? উত্তর দেয়ার সৎ সাহস আমাদের নেই। কারণ আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতিগ্রস্ততাই উত্তর দেয়ার প্রধান প্রতিবন্ধক। দুর্নীতির বিষ আমাদের সমাজ অঙ্গে এমনভাবে ছড়াচ্ছে যে এর হাত থেকে নিষ্কলুষ ছাত্র সমাজ পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না। বরং ছাত্র সমাজের এই দুর্নীতি সমগ্র জাতির জন্য অভিশাপ স্বরূপ। ফলে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড না হয়ে জাতির মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। কেননা সত্যিকার শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত হতে পারছি না। আমরা কুশিক্ষা, অশিক্ষার বেড়াজালে আবদ্ধ। যথার্থ শিক্ষার প্রসার বলতে যা বুঝায় তা আমাদের দেশে আদৌ নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে বিরাজ করছে বহুবিধ সংকট। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে "নকল প্রবণতা"। এ বিষয়টি এতো গুরুত্ব পূর্ণ যে তার প্রতি দেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, শিক্ষিকা অভিভাবক সবাই চিন্তিত। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা কি এর জন্য দায়ী নয়? ছাত্র-ছাত্রীরা সারা বৎসর ধরে কতটুকু পড়াশুনা করল তা নিরূপণের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য মহৎ। অথচ এই মহৎ উদ্দেশ্য আজ ব্যর্থতার শামিল। কেননা নকলের তথা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে মহৎ উদ্দেশ্যকে পিছনে ফেলে পাস করার সার্টিফিকেট অর্জনের প্রবণতা আজ শহরের গুটিকয়েক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া সর্বত্র বিরাজমান। এহেন পরিস্থিতি জাতির জন্য অমঙ্গল বয়ে আনবে সন্দেহ নেই। এখনো সতর্ক হতে না পারলে তা দেশের জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনবে। সুতরাং দেশের মঙ্গলকামী নাগরিক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক সকলেরই অভিমত বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষানীতি অপরিকল্পিত।

স্বভাবতঃই ছাত্র সমাজ তথা দেশের ভবিষ্যত কর্ণধারদের এই অধঃপতন মেনে নেয়া যায় না। তাদের অভিমত পরীক্ষায় দুর্নীতিই এই অধঃপতনের মূল কারণ। দেশে প্রচলিত পাঠ্যক্রম এমনভাবে তৈরী যে তাতে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনায় কোন আনন্দ নেই। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আনন্দহীন শিক্ষা, শিক্ষাই নয়।" বাস্তবিক যে কাজে কোন আনন্দ নেই, সে কাজ করতে মানুষ উৎসাহ পায় না। এটা মানুষের স্বভাব। অতএব বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে "গণমুখী শিক্ষা" প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়, যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দ চিত্তে পড়াশুনা করতে পারে। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরী করা হবে (Multiple choice question) আকারে। প্রশ্নে এমন অধিক সংখ্যক নৈর্বাচনিক প্রশ্ন থাকবে যা সমস্ত বই সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে উত্তর দেয়া যাবে ন। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। এতে করে কর্তৃপক্ষকে নকল রোধে বাহ্যিক পদক্ষেপ, কেন্দ্র বাতিল ইত্যাদি করতে হবে না। এ প্রথা চালু করলে পাসের হারও বাড়বে। তাছাড়া একটি মাত্র বাৎসরিক পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়া চলবে না। অর্ধেক পাঠ্যক্রম সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং এগুলো বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে বিচারাধীন করতে হবে। এ পদ্ধতি উন্নত দেশে এখনো প্রচলিত। এ প্রথা চালু করলে আশা করা যায় লেখাপড়ার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের অনীহা অনেকটা হ্রাস পাবে এবং নকল রোধে এর ভূমিকা হবে অগ্রগণ্য।

উল্লেখ্য, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য "শিক্ষা কমিশন" গঠন করা হয়েছে। আমরা আশা করবো, প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং প্রত্যেকটি মানুষ তার প্রতিভা ও মেধা শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে।

—মোঃ শফিকুল ইসলাম